ঝিনাইদহে রেলপথ বাস্তবায়নের দাবীতে জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান

ঝিনাইদহ জেলা শহরে রেলপথ চাই বাস্তবায়ন পরিষদের পক্ষ থেকে ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসক মোঃ আব্দুল আউয়ালের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে।

বুধবার (২১ মে) দুপুরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ঝিনাইদহ শহরে রেলপথ স্থাপনের দাবিতে ধারাবাহিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

সেসময় উপস্থিত ছিলেন “ঝিনাইদহ শহরে রেলপথ চাই” বাস্তবায়ন পরিষদের সভাপতি মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ ওরফে রেল আব্দুল্লাহ, সিনিয়র সহ-সভাপতি মোহাম্মদ আব্দুস সবুর, সাধারণ সম্পাদক আরিফা ইয়াসমীন লিম্পা, মুখ্য সংগঠক আনোয়ার ফিরোজ মাসুম, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ইফাজ তানভির মিন্টু, সাংগঠনিক সম্পাদক শাহিনুর রহমান, কোষাধ্যক্ষ জাহিদুল ইসলাম ও কার্যকরী সদস্য পারভীন সুলতানাসহ সংগঠনের সকল স্তরের নেতাকর্মী। এবং জেলা বিএনপি’র সাবেক ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এ কে এম ওয়াজেদ হোসেন। এছাড়াও ঝিনাইদহ শহরের সকল রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পেশাজীবি সংগঠনের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহে প্রেমের ফাঁদে ফেলে সর্বস্ব হাতিয়ে নিচ্ছে হানিট্যাপ চক্র

ঝিনাইদহে কথিত প্রেমের ফাঁদে ফেলে সর্বস্ব হাতিয়ে নিচ্ছে একটি সক্রিয় হানিট্র্যাপ চক্র। স্বাক্ষর জালিয়াতি করে ভুয়া বিয়ের

কাবিননামা বানিয়ে ব্লাকমেইল করে কয়েকজন যুবকের কাছ থেকেও চক্রটি হাতিয়ে নিয়েছে লাখ লাখ টাকা।

আইনজীবী সহকারি (মোহরার), পুলিশ সদস্যসহ চক্রটিতে জড়িয়ে পড়েছেন বিভিন্ন পেশার মানুষ। তবে চক্রটির মূলহোতা আসমা খাতুন সাথী নামের এক নারী।

তিনি বিভিন্ন ব্যক্তিকে ভুয়া কাবিননামা বানিয়ে, ভুয়া কলরেকর্ড ফাঁসের হুমকি দিয়ে ও মামলার ভয় দেখিয়ে হাতিয়ে নিয়েছেন লাখ লাখ টাকা। এসব অভিযোগের প্রতিকার চেয়ে সংবাদ সম্মেলন করেছেন ভুক্তভোগীরা।

মঙ্গলবার ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পড়ে শোনান ভিকটিমরা। এসময় হানিট্যাপ চক্রের মূলহোতা আসমা খাতুন সাথীর শ^শুর কামাল হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত অভিযোগে বলা হয়েছে, প্রতারক চক্রের মূলহোতা আসমা খাতুন সাথী দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন মানুষকে ফাঁদে ফেলে থানায় ভুয়া অভিযোগ দিয়ে প্রতারণা করে আসছে। ধর্ষণ, ধর্ষণচেষ্টা, অর্থ লেনদেনের মতো ভুয়া অভিযোগ দিয়ে একাধিক মানুষের কাছ থেকে হাতিয়ে নিয়েছেন মোটা অঙ্কের টাকা। পুলিশ ও আদালতের মোহরারকে দিয়ে মামলার ভয়-ভীতি ও গ্রেফতারের হুমকি দিয়ে বহু মানুষকে হয়রানি করেছেন।

গুলশান আরা ও মর্জিনা খাতুন নামের দুই ভিকটিম অভিযোগ করেন, বারবার নিজের ঠিকানা পাল্টে, স্বাক্ষর জাল-জালিয়াতি করে আসমা খাতুন সাথীর নেতৃত্বে চক্রটি বহু পরিবারকে জিম্মি করে রেখেছে। মামলার ভয়ভীতি দেখিয়ে সহজ-সরল মানুষকে ফাঁদে ফেলে প্রতিনিয়ত তারা টাকা পয়সা হাতিয়ে নিচ্ছে। আদালতের মোহরার ও কতিপয় অসাদু পুলিশ সদস্যদের নাম ভাঙিয়ে ওই নারী বেপরোয়া মামলাবাজি করে চলেছে।

ভিকটিমরা জানান, সাথী ও তার চক্রের ফাঁদে পড়ে তিনটি সংসার ভেঙে গেছে। অনেক পুরুষ মামলা ও গ্রেফতারের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। নারীরা মামলার ভয়ে বাড়িতে থাকতে পারছে না। এ পর্যন্ত ঠিকানা বদল করে প্রতারক আসমা খাতুন সাথী খুলনা ও ঝিনাইদহের আদালতে বিভিন্ন ব্যক্তির নামে ভুয়া অভিযোগে ৮টি মামলা দায়ের করেছে। এসব মামলার বিচারকার্য শুরুর আগেই চক্রটি কথিত বিবাদীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ভয়-ভীতি দেখান। এক পর্যায়ে সহজ সরল মানুষগুলো চক্রের ফাঁদে পড়ে লাখ লাখ টাকা দিয়ে মামলা থেকে রেহায় পাওয়ার চেষ্টা করে আসছে।

এ ব্যাপারে অভিযুক্ত আসমা খাতুন সাথীর সাথে কথা বলতে তার ফোনে কল দেওয়া হলে ফোন বন্ধ পাওয়া যায়।

ঝিনাইদহে আম জনতা দলের আহ্বায়ক কমিটির আত্মপ্রকাশ

ঝিনাইদহে আম জনতা দলের পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় দলটির জেলা আহ্বায়ক কমিটির নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। এর আগে গত ৭ মে ঝিনাইদহ জেলা আম জনতা দলের আহ্বায়ক কমিটির অনুমোদন দেয় দলটির কেন্দ্রীয় সংসদ।

সোমবার (১৯ মে) বেলা সাড়ে ১১টায় ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবে এ পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন দলটির জেলা কমিটির উপদেষ্ঠা সাবেক অধ্যক্ষ মো. সায়েদুর রহমান, জেলা আম জনতার দলের আহ্বায়ক আব্দুল্লাহ আল নোমান, সদস্য সচিব মো. সৈকত হোসেন।

এর আগে গত ৭ মে আম জনতা দলের ঝিনাইদহ জেলার ১৯৯ সদস্যের আহ্বায়ক কমিটির অনুমোদনে দেয় দলটির কেন্দ্রীয় সংসদ। কেন্দ্রীয় আম জনতার দলের সভাপতি মিয়া মসিউজ্জামান ও সাধারণ সম্পাদক তারেক রহমান স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ কমিটির অনুমোদন দেয়া হয়। আগামী ৬ মাসের জন্য এ কমিটির অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

কমিটিতে সদস্য হিসেবে রয়েছেন, জাহান লিমন, মুসকান রুবাইয়া মীরা, মইনুল হোসেন, রেজাউল ইসলাম, সৈয়দ শরিফুল ইসলাম, তুহিন আলম, মহিদুল ইসলাম, আল মামুন, নাজমুল হাসান জীম, উজ্জল হোসেন, কাশেম আলী, আশাদুল বিশ্বাস প্রমুখ।

সভায় ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সভাপতি আসিফ ইকবাল কাজল, সাবেক সভাপতি এম রায়হান, সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম লিটন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক নিজাম জোয়ার্দার বাবলু, মাহমুদ হাসান টিপু সহ বিভিন্ন গণমাধ্যমের সংবাদকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

আম জনতা দলের আহ্বায়ক আব্দুল্লাহ আল নোমান বলেন, ভারতীয় আগ্রাসন

বিরোধী যেকোন অবস্থান ও আন্দোলনের সঙ্গে আম জনতা দল একসঙ্গে কাজ করবে। সার্বভৌমত রক্ষা, সুশাসন নিশ্চিতকরণ ও বেকারত্ব নিরসনের লক্ষ্যে আমাদের দল কাজ করে যাবে।

জুলাই গণঅভ্যুত্থানে অংশ গ্রহণকারী সকল রাজনৈতিক সংগঠন ও সাধারণ জনগণের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ ভাবে আমরা দেশের জন্য কাজ করতে চাই।

বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার সদস্য হলেন ঝিনাইদহের সাংবাদিক আসিফ কাজল

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের অনুমোদনে খুলনা বিভাগের বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার নতুন এ্যাডহক কমিটিতে আবারও সদস্য হিসেবে স্থান পেয়েছেন সাবেক ফুটবলার ও ক্রীড়া সংগঠক সাংবাদিক আসিফ ইকবাল কাজল।

শনিবার (১৭ মে) দুপুরে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ থেকে জারিকৃত এক প্রজ্ঞাপন সূত্রে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। ক্রীড়া উপদেষ্টার নির্দেশনা মোতাবেক জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের যুগ্ম সচিব আমিনুল ইসলাম এনডিসি এই অ্যাডহক কমিটি অনুমোদন করেন।

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ আইন, ২০১৮ অনুযায়ী গঠিত এ কমিটিতে আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন খুলনার বিভাগীয় কমিশনার মোহাম্মদ ইমাদুল হক খান। কমিটির অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন জাতীয় দলের সাবেক ফুটবলার ও কোচ খান আব্দুর রাজ্জাক (রাজ), জাতীয় দলের সাবেক ক্রিকেটার ইমরুল কায়েস, শ্যুটার খন্দকার তুহিন আহমেদ, ক্রীড়া সাংবাদিক শেখ দিদারুল ইসলাম, আইনজীবী ও সাবেক খেলোয়াড় অ্যাডভোকেট শেখ জাকিরুল ইসলাম, ছাত্র প্রতিনিধি মো.মাজহারুল ইসলাম শিহাব এবং জাতীয় দলের সাবেক ফুটবলার মো. মাসুদুর রহমান (টনি)।

পদাধিকার বলে কমিটির সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন খুলনা বিভাগের যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক।

উল্লেখ্য, আসিফ ইকবাল কাজল এর আগেও বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার বিভিন্ন দায়িত্বে ছিলেন এবং ক্রীড়াঙ্গনে তার সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে।

আসিফ কাজল পুনরায় এডহক কমিটিতে স্থান পাওয়ায় ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসক মোঃ আব্দুল আউয়ালসহ বিভিন্ন ক্রীড়া সংগঠন, সামাজিক সংগঠন ও বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ অভিনন্দন জানিয়েছেন।

ঝিনাইদহে সড়কে ঝরলো আম বিক্রেতার প্রাণ

ঝিনাইদহ শহরে আম বিক্রি করতে যাওয়ার পথে সড়ক দূর্ঘটনায় লিটন মন্ডল (৪৫) নামে এক আম ব্যবসায়ীর মৃত্যু হয়েছে।

শনিবার (১৭ মে) ভোর ৫টার দিকে ঝিনাইদহ সদরের ঝিনাইদহ-মাগুরা সড়কের ধানহাড়িয়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ভোরে ইজিবাইকে করে আম নিয়ে ঝিনাইদহ শহরের ফলের আড়তে যাচ্ছিলেন ব্যবসায়ী লিটন মন্ডল এসময় ধানহাড়িয়া নিকটে পৌছালে বিপরিত দিক থেকে আসা সিএনজিচালিত অটোরিকশার সঙ্গে ধাক্কা লাগে ইজিবাইকটির। এতে লিটন মন্ডল পড়ে গিয়ে চাপা পড়েন আম বহনকারী ইজিবাইকের নিচে।

পরে তাকে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে পাঠালে সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগে দায়িত্বরত ডাক্তার শাহ আলম জানান, হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই লিটন মন্ডল নামের ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে তার মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিক ভাবে ধারণা করা হচ্ছে।

নিহত লিটন মন্ডল মাগুরা সদর উপজেলার বাসতালি গ্রামের শফি মন্ডলের ছেলে। তিনি মৌসমি ফলের ব্যবসা করতেন।

আরাপপুর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস জানান, ভোর ৫টার দিকে মাগুরার বাসতৈল এলাকা থেকে

ইজিবাইকে আম নিয়ে ঝিনাইদহ শহরের আড়তে বিক্রি করতে যাচ্ছিলেন লিটন মন্ডল। পথে ধানহাড়িয়ায় পৌঁছালে একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশা সামনে থেকে ইজিবাইকে ধাক্কা দেয়। এতে ইজিবাইকের নিচে চাপা পড়েন তিনি। এসময় স্থানীয়রা গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে সদর হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

ঝিনাইদহ হাইওয়ে থানার ওসি মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস বলেন, এ ঘটনায় ঘাতক সিএনজিচালিত অটোরিকশাটি এখনো আটক করা যায়নি। মরদেহটি পোষ্টমর্টেমের জন্য ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে।

তীব্র গরমে ঝিনাইদহে শিক্ষার্থীরা কাহিল, ক্লাসরুমে নেই পর্যাপ্ত ফ্যান

ঝিনাইদহে প্রচণ্ড গরমে জনজীবনের নাভিশ্বাস উঠেছে। আর এই দাবদাহে সবচেয়ে বেশি ভোগান্তিতে পড়েছে জেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকরা। শ্রেণিকক্ষে ফ্যানের অভাব আর ডে-শিফটে প্রচণ্ড তাপমাত্রার মধ্যে পাঠদান কার্যক্রম যেন এক চরম কষ্টের হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ে সরেজমিনে ঘুরে দেখা গেছে, অধিকাংশ শ্রেণিকক্ষে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ফ্যান নেই। কোথাও একটি ফ্যান থাকলেও তা সচল নয়, আবার কোথাও ফ্যান ঠিক মত চলে না। ফলে গরমে ক্লাসে বসেই ঘাম ঝরাচ্ছে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা। কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ছে মাঝপথেই। ফলে কমে যাচ্ছে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি।

সদর উপজেলার মুরারীদহ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একটি কক্ষে যেখানে অন্তত ৪টি ফ্যান প্রয়োজন, সেখানে রয়েছে মাত্র ৩টি, তার মধ্যে একটি পুরোপুরি অচল এবং অন্যটি মাঝেমধ্যে থেমে যায়। এই অবস্থায় শ্রেণিকক্ষে থাকা যেন শিক্ষার্থীদের জন্য এক অদৃশ্য শাস্তি।

শহরের খান-এ-খোদা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চিত্রও ভিন্ন নয়। সেখানে শ্রেণিকক্ষ সংকুচিত, বাতাস প্রবাহের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই, আর একটি সচল ফ্যান যেন বিলাসিতার নামান্তর। এই গরমে শিশুরা নাজেহাল হয়ে ক্লাস করছে, অনেকেই শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ছে।

নাজমুল হোসেন নামের এক শিক্ষক বলেন, ডে-শিফটে ক্লাস পরিচালনার ফলে দুপুরের পর পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। ছুটির পর শিক্ষার্থীদের তপ্ত রোদে বাড়ি ফিরতেও চরম কষ্ট পোহাতে হচ্ছে। তাদের দাবি, প্রতিটি শ্রেণিকক্ষে পর্যাপ্ত ফ্যানের ব্যবস্থা এবং ডে-শিফটের পরিবর্তে মর্নিং শিফট চালু করা হোক।

এ ব্যাপারে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আনন্দ কিশোর সাহা বলেন, “শিক্ষকদের বক্তব্য সঠিক। আমরা বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছি এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে।”

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের দেওয়া তথ্য মতে, ঝিনাইদহ জেলার ৬টি উপজেলার মধ্যে মোট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৯০৭টি। এসব বিদ্যালয়ে বর্তমানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১,৬৭,৪০১ জন।

ঝিনাইদহে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ১

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে শ্যালো ইঞ্জিন চালিত অবৈধ যান লাটাহাম্বা ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে ফজলু খাঁ (৫৫) নামের এক মোটরসাইকেল আরহী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও একজন।

বুধবার (১৪ মে) সকাল ১১টার দিকে উল্ল্যা গ্রামের মাদরাসা মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ফজলু খাঁ উপজেলার নাটোপাড়া গ্রামের লোকমান হোসেনের ছেলে।

স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, একটি শ্যালো ইঞ্জিন চালিত লাটাহাম্বা কোলা বাজার থেকে কালীগঞ্জের দিকে যাচ্ছিল এসময় উল্ল্যা মাদরাসা এলাকায় পৌঁছালে নলডাঙ্গা থেকে আসা একটি মোটরসাইকেলের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই মোটর সাইকেল আরহী ফজলু খাঁ নিহত হন এবং আর একজন আহত হন। পরে আহত

ব্যক্তিকে উদ্ধার করে কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

কালীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শহিদুল ইসলাম জানান, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। মরদেহের ময়না তদন্তে শেষে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ঝিনাইদহে ইউপি চেয়ারম্যানের ওপর হামলার অভিযোগ

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার দোগাছি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম কিবরিয়া কাজলের ওপর দূর্বৃত্তরা হামলা করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এর পর থেকে কাজল চেয়ারম্যান আর খুজে পাওয়া যাচ্ছে না বলে জানিয়েছেন স্বজনরা।

মঙ্গলবার (১৩ মে) সকাল ১১ টার দিকে ঝিনাইদহ সদর উপজেলা পরিষদের গেটের সামনে এ ঘটনা ঘটে।

গোলাম কিবরিয়া কাজল দোগাছি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত চেয়ারম্যান ও যুবলীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন বলে জানাগেছে। হামলার বিষয়ে জানতে গোলাম কিবরিয়া কাজলের ব্যবহৃত মোবাইল ফোনে কল করলে সেটি বন্ধ পাওয়া যায়।

সদর থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, ঘটনাটি শুনেছি। তার খোঁজে পুলিশ কাজ করছে।

ঝিণাইদহ সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রাজিয়া আক্তার চৌধুরী ঘটনা শুনেছেন বলে নিশ্চিত করে বলেন, আমি সে সময় মিটিং এ ছিলাম। পরে জানতে পারি ওই চেয়ারম্যানের ওপর কে বা কারা হামলা চালিয়েছে। বিষয়টি নিয়ে পুলিশ কাজ করছে।

[redacted]

[redacted]

ঝিনাইদহে হামলা ও গ্রেফতার আতংকে বাড়িছাড়া অর্ধশত পরিবার

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ফুরসন্দি ইউনিয়নের দিঘিরপাড় গ্রামে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ ও প্রাণহানির ঘটনায় চরম আতঙ্কে রয়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে।

প্রাণ বাঁচাতে বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়েছে অন্তত অর্ধশতাধিক পরিবার। ফাঁকা হয়ে যাওয়া এসব বাড়িতে চলছে ব্যাপক ভাঙচুর ও লুটপাট।

স্থানীয়রা জানান, সম্প্রতি সংঘর্ষে দু’জন নিহত হওয়ার পর থেকে নিহতদের অনুসারীরা প্রতিশোধের নামে নিরীহ মানুষের বাড়িঘরে হামলা চালাচ্ছে। সংঘবদ্ধভাবে ভাঙচুর করা হচ্ছে আসবাবপত্র, লুটে নেওয়া হচ্ছে ঘরের মালামাল। এমনকি গৃহপালিত পশু-গরু, ছাগল পর্যন্ত জোর করে নিয়ে যাচ্ছে দুর্বৃত্তরা। এই তাণ্ডবের নেতৃত্ব দিচ্ছেন ওই গ্রামের সামাজিক নেতা আলিম উদ্দিন, নায়েব আলী ও শহিদুল ইসলাম ওরফে সাইদুল সুরী। তাদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় হামলায় অংশ নিচ্ছেন মজিদ সর্দার, মস্ত সর্দার, রুবেল, মারুফ, আতর বিশ্বাস, সবেদ আলী, বিল্লাল মোল্লা, মাজেদ বিশ্বাস, সাইদুল বিশ্বাস, মিহির বিশ্বাস, সামারুল বিশ্বাস, সোহান, বল্টু, সাহেব, শিমুল, টিকারী গ্রামের শিপন, রিয়াজ ওরফে চন্নু এবং বনকুমড়া এলাকার ইমরোজ।

ভুক্তভোগীদের দাবি, বর্তমানে গ্রামের পরিস্থিতি ভয়াবহ রকমের অস্থিতিশীল। বহু পরিবার নারীদের সন্তানসহ নিরাপত্তাহীনতার কারণে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছে। অথচ প্রশাসনের পক্ষ থেকে নেই কোনো কার্যকর পদক্ষেপ।
একাধিক পরিবার অভিযোগ করেছে, যারা নিরীহ তারা আজও হামলা ও গ্রেফতারের আতঙ্কে বাড়িতে ফিরতে পারছে না। অথচ

প্রতিপক্ষরা লুটপাট, তাণ্ডব চালালেও তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে দেখা যায়নি প্রশাসনকে।

এ ব্যাপারে ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন,